নিরাপদ
কর্মপরিবেশ, টেকসই
উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

বিষয়ঃ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৪র্থ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী, জুলাই/২০২১ খ্রিঃ।

সভাপতি : মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)।
সভার তারিখ : ০৩-০৮-২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান : অনলাইন প্লাটফরম (Google meet)
উপস্থিতি : **পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নলিখিতসিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	গত সভার কার্য বিবরণী দৃঢ়ীকরণ	২৯-০৬-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে উপস্থিত সকলে কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মর্মে জানান।	২৯-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কারো কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২।	আলোচ্য বিষয় অনর্ভূক্তি	উপমহাপরিদর্শক (ফরিদপুর) বলেন যে, আলোচ্য বিষয়ের বাইরে কার্যালয় ভিত্তিক অথবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা থাকে যা প্রায়শই আলোচ্যসূচিতে না থাকার কারণে গুরুত্বসহকারে আলোচনা হয় না। এক্ষেত্রে প্রতিটি সভার শুরুতে নতুন কোন বিষয় আলোচ্যসুচিতে অন্তর্ভূক্ত করা যায় কি না সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।	১। পরবর্তি সভার কার্যপত্রের আলোচ্য সূচিতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভা অনুষ্ঠানের অন্তত ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে সে বিষয়ে লিখিত প্রস্তাব পেশ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩।	মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন অব্যাহত রাখার বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়।	১। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারিটি সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) (প্রধান সমন্বয়কারী)

চলমান পাতা-০২

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনার বিষয়ে উপমহাপরিদর্শক (খুলনা) বলেন যে, চলমান কঠোর লকডাউনের কারণে আগস্ট মাসে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা সম্ভব হবে না বিধায় ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে আয়োজন করা যেতে পারে। মহাপরিদর্শক বলেন, বিগত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনের পরিকল্পনা মোতাবেক নির্দিষ্ট তারিখে স্ব স্ব জেলা কার্যালয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন। খুলনা কার্যালয়ের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজনের বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে। করোনা টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশনে সহায়তার জন্য জেলা কার্যালয়গুলোতে চালুকৃত হেল্পডেস্ক-এর চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মহাপরিদর্শক সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন।	কারখানা/প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। ২। সভার আলোচনা মোতাবেক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প যে সকল কার্যালয়ে করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেসকল কার্যালয় তার অধিক্ষেত্রাধীন **জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারসহ** সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের সাথে সমন্বয় করে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করবেন। ৩।উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় খুলনা, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে তারিখ নির্ধারণ করবেন। ৪। অন্যান্য কার্যালয়সমূহ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়/ সচিব মহোদয়/মহাপরিদর্শক মহোদয়ের উপস্থিতিতে নির্ধারিত মাসে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৫। শ্রমিকদের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান ও টিকা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে হেল্প ডেস্কের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।	২। ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৪। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৫। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকবৃন্দ
৪।	গ্রীন ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড প্রদান	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২০ সালের গ্রীণ ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক যাচাই বাছাই করে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যেহেতু ইতোপূর্বে OSH day উপলক্ষ্যে "ওশ গুড প্র্যাক্টিস এ্যাওয়ার্ড" শিরোনামে প্রতি বছর এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছিল এবং ইতোমধ্যে ২০২১ সালের OSH day ইতোমধ্যে পালন করা হয়েছে, সেহেতু পরবর্তি এ্যাওয়ার্ড কোন সালের জন্য প্রদান করা হবে সে বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপমহাপরিদর্শক (রাজশাহী) বলেন যে, ২০২১ এবং ২০২২ সালের পুরস্কার একসাথে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মহাপরিদর্শক, পরবর্তি গ্রীণ ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড, ২০২১ সালের জন্য দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে	১। গ্রীণ ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড, ২০২০ প্রদানের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২। ২০২১ সালের এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে কি না সে বিষয়ে নির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি)

চলমান পাতা- ০৩

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।		
৫।	LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রম	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, LIMA কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা সময়ের সাথে প্রয়োজন অনুসারে আরও ব্যবহার উপযোগী/upgrade করা আবশ্যক এবং সেলক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। যেসকল বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি সেলের সক্ষমতা রয়েছে, সে সকল বিষয়ে আইসিটি সেল নিয়মিত সহযোগীতা প্রদান করে যাচ্ছে। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, LIMA বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে জার্মান সংস্থা জিআইজেড-এর সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করা হয়েছে। জেআইজেড-এর সহযোগীতায় কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হবে, যার মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটি আপগ্রেড করা হবে, OSH মডিউলসহ অন্যান্য মডিউল সংযুক্ত করা হবে এবং বিদ্যমান কারিগরি সমস্যাগুলো দূর করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, LIMA-এর যেসকল জটিলতা রয়েছে তা সমাধানপূর্বক ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে অধিদপ্তর শতভাগ লাইসেন্স LIMA এর মাধ্যমে প্রদান করবে।	১। LIMA সংক্রান্ত কারিগরি জটিলতা নিরসনে জেআইজেড-এর সহযোগীতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। ডিসেম্বর/২০২১-এর মধ্যে LIMA এর মাধ্যমে শতভাগ লাইসেন্স অনলাইনে প্রদান করতে হবে। ৩। পরিদর্শন কার্যক্রম শতভাগ LIMA এর মাধ্যমে করতে হবে। ৪। LIMA-র মাধ্যমে পরিদর্শন ও লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম পরবর্তি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। LIMA সাপোর্ট টিম
৬।	হেল্পলাইন (১৬৩৫৭)-এ প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি	সভায় উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, হেল্পলাইন নাম্বারটি অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলমান রয়েছে এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি হেলপলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের তথ্য (২০২০-২১ অর্থবছরের) সভায় উপস্থাপন করেন (সংযুক্তি-০১)। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন, হেল্পলাইন ও অন্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের হালনাগাদকৃত অবস্থা অর্থাৎ নিষ্পত্তিসহ প্রত্যেক মাসের শেষে রিপোর্ট আকারে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করবেন।	১। শ্রমিকদের নিকট প্রচারণার মাধ্যমে হেল্পলাইনের ব্র্যান্ডিং অব্যাহত থাকবে। ২। আইন অনুযায়ী সকল অভিযোগ নিস্পত্তি করে প্রতি মাসের শেষে রিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩।সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৫। আইসিটি সেল
৭।	শিশুশ্রম নিরসন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জানান, গত ১২জুন ২০২১ তারিখে, মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নির্দেশনা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্বাবধানে "বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস, ২০২১", অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় সফলভাবে পালন করা হয়েছে। এজন্য তিনি প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের APA	১। প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক সভা আয়োজনপূর্বক প্রতি দুই মাসে কতজন শিশু শ্রম নিরসন হয়েছে তা প্রধান কার্যালয়ের স্বাস্থ্য শাখায় প্রেরণ করতে হবে। ২। শিশুশ্রম পুনর্বাসন বিষয়ক একটি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের	১। ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ০৪

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		লক্ষ্যমাত্রায় ৫০০০ শিশুশ্রম নিরসনের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারা দেশে মোট ৫০৮৮ জন শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জেলা কার্যালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কঠোর লকডাউন কিছুটা শিথিল হলে কার্যালয় ভিত্তিক মনিটরিং চালু করা হবে। সভায় উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা) বলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ২০২০-২১ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে, জেলা শিশুশ্রম নিরসন পরিবীক্ষণ কমিটির ৬ষ্ঠ সভা জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য এক বছর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে ১৮ জুন ২০২১ এবং ১৯ জুন ২০২১ তারিখে ০২ (দুই) টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং কার্যালয়ের পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর সাথে আলোচনাপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহাপরিদর্শক বলেন, লকডাউন শিথিল হওয়ার পর, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য প্রণয়নকৃত এক বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক একটি সভা, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর তত্ত্বাবধানে, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (কেরানীগঞ্জ) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ পূর্বক আয়োজন করতে হবে। উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কেরানীগঞ্জ উপজেলার শিশুশ্রম শতভাগ নিরসন করার বিষয়টি কষ্টসাধ্য হলেও উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা)-কে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। মহাপরিদর্শক নিজে কেরানীগঞ্জ উপজেলার শিশশ্রম পরিস্থিতি ও শিশুশ্রম নিরসনে ঢাকা কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন বলে সভাকে জানান। মহাপরিদর্শক আরও বলেন যে,	মধ্যে খসড়া DPP প্রণয়ন করতে হবে। ৩। লকডাউন শিথিল হওয়ার পর, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য প্রণয়নকৃত এক বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক একটি সভা, যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর তত্ত্বাবধানে, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (কেরানীগঞ্জ) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক আয়োজন করতে হবে। ৪। কেরানীগঞ্জের শিশুশ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে তৈরি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসের স্টাফ মিটিং এবং সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৫। ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা, ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তি প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	৪। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ ৫। উপমহাপরিদর্শক (ঢাকা)

চলমান পাতা-০৫

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কাঠামোর আওতায় ওয়ারী এবং তেজগাও এলাকার ২০ (বিশ) টি কারখানা হতে শিশুশ্রম মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাধ্যমে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।		
৮।	APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ, দপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ সামগ্রিকভাবে অর্জন হয়েছে। জেলা কার্যালয়সমূহের সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়েছে কি না তা জানতে চাওয়া হলে এপিএ বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সকল জেলা কার্যালয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। মহাপরিদর্শক, যশোর কার্যালয়ের মামলা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরের সকল সূচকে অবশ্যই সকল জেলা কার্যালয়ের চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে এবং পরবর্তী সকল সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	১। ২০২১-২২অর্থবছরের APA চুক্তি অনুযায়ী সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। APA সংক্রান্ত মাসিক রির্পোট প্রধান কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ৩। **২০২১-২২ অর্থবছরের APA লক্ষ্যমাত্রা আগামী ৩১ মে, ২০২২ এর মধ্যে ১০০% অর্জন করতে হবে।** ৪। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হলে তা সভাকে জানাতে হবে।	১) ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। APA ফোকাল কর্মকর্তা
৯।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান, APA লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা (৬০ ঘন্টা) অর্জিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরেও এপিএ চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে সকল উপমহাপরিদর্শকগণ সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে অনুমতি গ্রহণ এবং প্রধান কার্যালয় হতে রিসোর্স পার্সনকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	১। APA সহ শুদ্ধাচার এবং ইনোভেশন কাঠামোর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সম্পাদন করতে হবে। পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে।	১। ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। প্রশিক্ষণ সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৫। **SDG বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**
১০।	বাজেট বরাদ্দ	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, সকল জেলা কার্যালয়কে বাজেট বরাদ্দ করা হলেও অদ্যাবধি কোন কার্যালয় হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের অ্যানুয়েল প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (এপিপি) পাওয়া যায় নি। দ্রুত ২০২১-২২ অর্থবছরের অ্যানুয়েল প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (এপিপি) প্রণয়নপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সকল জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ করেন।	১। সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট সরকারি অনুশাসন মোতাবেক খরচ করতে হবে। ২। সকল জেলা কার্যালয়, ২০২১-২২ অর্থবছরের অ্যানুয়েল প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী

চলমান পাতা- ০৬

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের অনুকূলে বাজেট যথাযথভাবে PPA-২০০৬ এবং PPR-২০০৮ অনুসরণপূর্বক খরচ করার বিষয়ে মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, সকল জেলা কার্যালয় সকল বিধি বিধান অনুসরণ করে ২০২১-২২ অর্থবছরের অ্যানুয়েল প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (এপিপি) প্রণয়নপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।	(এপিপি) প্রণয়নপূর্বক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। ৩। **লকডাউন শিথিল হলে প্রধান কার্যালয়ের মনিটরিং টিম এ বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী প্রতিটি সভায় এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মনিটরিং টিম উপস্থাপন করবেন।**	উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ ৫। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১১।	অনলাইন লাইসেন্সিং	আইসিটি সেলে কর্মরত শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) জনাব সাব্বির আনোয়ার, ২০২০-২১ অর্থবছরের জেলাভিত্তিক অনলাইনে প্রদানকৃত ও নবায়নকৃত লাইসেন্সের তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন (সংযুক্তি-০২) মহাপরিদর্শক বলেন, অনলাইন লাইসেনন্সিং এর অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে GIZ-এর সাথে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এর ফলে অনলাইনে লাইসেন্স প্রদান সহজতর হবে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করেন।	১। অনলাইনে লাইসেন্স প্রদান করার ক্ষেত্রে মোবাইল নাম্বারের মাধ্যমে ইউজার আইডি তৈরির ব্যবস্থা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ২। সেবাগ্রহীতা লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং করতে পারবে এবং Autogenerated একটি সুন্দর format এ লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ৩। **ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে শতভাগ লাইসেন্স অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এরপর অফলাইনে কোন লাইসেন্স প্রদান করা হবে না।**	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। মোঃ কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪। আইসিটি সেল-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ
১২।	RMG কারখানার সংস্কার	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) সভাকে জানান যে, মন্ত্রণালয় এবং NTC-এর সিদ্ধান্তমতে, RMG কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম ১০০% বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স নবায়ন করা যাবে না মর্মে সকল জেলা কার্যালয়কে নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক সকল জেলায় বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা কার্যালয়গুলোকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।	১। টাস্কফোর্স প্রদত্ত সময়সীমা অনুযায়ী কারখানাগুলো যাতে সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেজন্য পরিদর্শন কার্যক্রম আরো জোরদার করে সরেজমিন পরিদর্শনসহ তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে। ২। সংস্কার কাজ চলমান, এরুপ কারখানায় সর্বশেষ অবস্থা রিপোর্ট আকারে প্রেরণ করবেন। ৩। শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী আইনানুগ	১। আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন, ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প ২। প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩।মোঃ কামরুল হাসান,

চলমান পাতা- ০৭

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ৪। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংস্কার কার্যক্রম বিধিমতে ১০০% বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারখানার লাইসেন্স নবায়ন বন্ধ রাখতে হবে।	উপমহাপরিশর্ক (সেফটি) ৪। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ
১৩।	রেড কারখানা	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন, রেড কারখানা গুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলো বিদ্যমান রয়েছে। ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, রেড কারখানা/বিল্ডিং ছাড়াও এম্বার ক্যাটাগরির কিছু ভবনে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু রয়েছে মর্মে বিভিন্ন কার্যালয় হতে জানা গেছে। এই বিষয়ে পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামতের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উপমহাপরিদর্শক (চট্টগ্রাম) বলেন যে, চট্টগ্রাম জেলার একাধিক রেড বিল্ডিং-এ পরিচালিত কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং ভবন মালিককে নোটিশ করা হয়েছে। দ্রুতই ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কারখানা মালিকপক্ষ হাইকোর্টে স্থগিতাদেশের জন্য মামলা করলেও মামলাটি হাই কোর্ট কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে এবং ঈদের পরপরই কারখানা বন্ধের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মহাপরিদর্শক বলেন যে, অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা রেড চিহ্নিত কারখানা/বিল্ডিং-গুলোতে ফলোআপ বৃদ্ধি করতে হবে। ঝুকিপূর্ণ কারখানাগুলোতে যানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন কানুন, বিধি বিধান ও প্রচলিত সকল পদ্ধতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। রেড কারখানা গুলো বন্ধ করা হলেও ভবনগুলোতে যেনো নতুনভাবে কোন কার্যক্রম শুরু না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক এবং RCC-র প্রকৌশলীগণ যৌথভাবে মনিটরিং অব্যাহত রাখবেন। এবিষয়ে প্রতি মাসে প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ২। প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত আইন কর্মকর্তা ঝুকিপূর্ণ কারখানাসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনানুগ সকল কাগজপত্রাদি ব্যাখ্যাসহ মহাপরিদর্শকের নিকট উপস্থাপন করবেন। ৩। ঝুকিপূর্ণ কারখানাগুলোতে যানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে আইন কানুন, বিধি বিধান ও প্রচলিত সকল পদ্ধতির আলোকে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪। চট্টগ্রাম কার্যালয়ের আওতাধীন ঝুকিপূর্ণ কারখানা বন্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫। ঝুকিপূর্ণ কারখানাসমূহে বিপদজনক/ঝুকিপূর্ণ সাইন বা অন্যান্য প্রচলিত সাইন প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ সিটি কর্পোরেশন/প্রযোজ্য সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করবেন।	১। আবুল খায়ের মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক RCC. ২। প্রকৌশলী ফরিদ আহাম্মদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরিশর্ক (সেফটি) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ০৮

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১৪	ইনোভেশন কার্যক্রম	মহাপরিদর্শক বলেন, প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় পরবর্তি সমন্বয় সভার পূর্বে ন্যূনতম ০১ (এক) টি করে ইনোভেশন আইডিয়া প্রধান কার্যালয়ে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করেন।	১। আগামী সভার পূর্বে ০১ (এক) টি করে ইনোভেশন আইডিয়া প্রত্যেক উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২।প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম
১৫	ই-ফাইলিং	অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মহাপরিদর্শক নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম শতভাগ ই-ফাইলের মাধ্যমে করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৬	নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ	উপমহাপরিদর্শক (রাজশাহী), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে নিজস্ব প্রধান কার্যালয় আগাঁরগাও স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ করেন। মহাপরিদর্শক বলেন, প্রধান কার্যালয়ের জন্য আগারগায়ে ১০ (দশ) কাঠা জমি বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যায়।	১। সকল নতুন ভবন অধিদপ্তরের নিজ নামে অধিগ্রহণ করতে হবে। ২। আগারগাঁও, ঢাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় স্থাপন এর জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
১৭	অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন	আইএলও কনভেনশন-৮১ মোতাবেক, সভায় উপস্থিত সকল সদস্য অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** করা যায় মর্মে একমত পোষণ করেন।	০১। অধিদপ্তরের পরিবর্তিত নাম হিসাবে **'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর'** নামটি বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
১৮	SDG	SDG বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান যে, অত্র দপ্তর কর্তৃক SDG বিষয়ক ০১(এক) বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মতামতের জন্য সকল জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি ০৮ (আট) টি কার্যালয় হতে মতামত পাওয়া গেছে এবং বাকি কার্যালয়গুলো দ্রুত মতামত প্রেরণ করলে দ্রুত পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে।	০১। SDG বিষয়ক ০১ (এক) বছরের কর্মপরিকল্পনার উপর মতামত, দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১) ডা. সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২) মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩) উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ৪) SDG বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তা
১৯	দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যাদি	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) বলেন যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট দূর্ঘটনার সংখ্যা ৫৪ টি। মোট নিহতের সংখ্যা ৫৪ জন এবং তাদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের পরিমান ৩৩,৬০,০০০/-। হিসাব অনুযায়ী ৫৪ জন নিহতদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণের পরিমান ০১ কোটি ০৮ লাখ টাকা হওয়ার কথা। উল্লিখিত	১।কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক নিহত হলে আইন ও বিধিমতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২।তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিক ও অধিদপ্তরের	১। ফরিদ আহম্মেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ২। মোঃ কামরুল হাসান, উপমহাপরির্শক

চলমান পাতা- ০৯

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে, সকল নিহতের পরিবার সম্পূর্ণ পরিমাণে আইনানুগ ক্ষতিপূরণ পায়নি। এই বিষয়টি যাচাই বাছাই করে আইনানুগ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ জানান। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), শেখ আসাদুজ্জামান বলেন যে, আইন অনুযায়ী সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত দূর্ঘটনার তথ্য, কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃক নিয়মিত সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে অবগত করার বিধান রয়েছে। কিন্তু জেলা কার্যালয় থেকে তথ্য চাওয়া হলে সকল কার্যালয় হতে শূণ্য প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। দূর্ঘটনার বিষয়ে মালিকগণ অত্র অধিদপ্তরকে অবগত না করলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), দূর্ঘটনার পাশাপাশি পেশাগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন যেনো মালিকরা নিয়মিত সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে দাখিল করেন সে বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটলে/শ্রমিক নিহত হলে আইন ও বিধি মতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদনে অবশ্যই মালিকের দোষ-ত্রুটি/অবহেলা উল্লেখ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে বলা হয়। নিহত ও আহত সকল তদন্ত রির্পোটের সাথে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক মতামত উল্লেখ করবেন। সকল দুর্ঘটনা মহাপরিদর্শক এবং প্রয়োজনে সচিব/মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে দ্রুত সম্ভব অবহিত করার জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে অনুরোধ করা হয়।	কর্মকর্তাদের যদি দোষ-ত্রুটি/অবহেলা থাকে তা উল্লেখ করতে হবে। ৩। শ্রম আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে। ৪। দূর্ঘটনা প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান কার্যালয়কে অবগত করতে হবে। ৫। পেশাগত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মালিকদের সচাতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৬। আইন ও বিধি মোতাবেক দূর্ঘটনায় নিহত/আহত শ্রমিক বা শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। ৭। দূর্ঘটনা প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মালিকদের সচেতন করতে হবে এবং পাশাপাশি বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(সেফটি) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২০	পরিবহন ব্যয় ও জ্বালানির ব্যবহার	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক প্রাপ্যতা অনুসারে খরচ করতে অনুরোধ করেন। উপমহাপরিদর্শকগণ স্ব-স্ব কার্যালয়ে বরাদ্দকৃত মোটরসাইকেল/স্কুটি সচল রাখবেন এবং যানবাহনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। এছাড়াও কোন মটর সাইকেল/স্কুটি অব্যহৃত রাখা যাবে না মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।	১। সরকারি অর্থ, পিপিএ এবং পিপিআর ও আর্থিক নিয়মাচার অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ ইউসুফ আলী উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ৩। হিসাব উপশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ৪। উপমহাপরিদর্শক

চলমান পাতা- ১০

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
				(সকল জেলা)
২১	শ্রম অসন্তোষ	সকল উপমহাপরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে সাথে সাথে মালিক/শ্রমিকসহ পুরো টিম বসে তা নিরসন করতে হবে।	১। সকল উপমহাপরিদর্শক তার নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে শ্রম অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ পদক্ষেপ গহন করবেন। এবং প্রতিমাসে রিপোর্ট প্রদান করবেন। ২। শ্রম অসন্তোষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি মহাপরিদর্শক/প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। সাবিহা মুক্তা উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), ৩।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২২	পরিদর্শন সংক্রান্ত	মহাপরিদর্শক, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সকল জেলার উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর অধিক্ষেত্রাধীন সকল কলকারখানা পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে। কোন কারখানা পরিদর্শনের বাইরে রাখা যাবে; এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোর অধিক্ষেত্রাধীন সকল কলকারখানা পরিদর্শনের আওতায় আনতে হবে।	১। মোঃ সামছুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৩	অভিযোগ নিষ্পত্তি	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) জানান যে, অত্র অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০% (সংযুক্তি-০৩) । প্রতি মাসে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন ২৩ টি জেলা কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত প্রতিবেদন সমন্বয় করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	১। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০% অব্যাহত রাখতে হবে। ২। অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত থাকবে। ৩। পরবর্তি সভায় জেলাভিত্তিক অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য ছক আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	১। মোঃ সামশুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২।উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৪	শুদ্ধাচার	মহাপরিদর্শক বলেন যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে জেলা কার্যালয় হতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ করতে হবে এবং সে মোতাবেক সকল জেলা "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭" অনুসরণ পূর্বক জেলা কার্যালয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ২৩ জেলার সাথে যোগাযোগ রাখবেন। ২। "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭" অনুযায়ী জেলা কার্যালয় হতে স্ব স্ব কার্যালয়ের অধীনস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ লক্ষ্যে প্রতিটি কার্যালয়ে বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। মোঃ মেহেদী হাসান উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ৩। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
২৫	কোভিড-১৯	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন ও পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।	১। বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য প্রটোকলসহ সকল স্বাস্থ্য বিধি	উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

চলমান পাতা- ১১

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
			প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।	
২৬	১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প	**"সভায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন"** শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপমহাপরিদর্শক (যশোর) জানান, যশোরে নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হলেও টাকা পরিশোধ করা হয়নি বিধায় জমি হস্তান্তর করা যাচ্ছে না। উপমহাপরিদর্শক (রাজশাহী) এবং উপমহাপরিদর্শক (বগুড়া) বলেন যে, শ্রম অধিদপ্তরের জায়গা ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করা হলেও এ বিষয়ে শ্রম অধিদপ্তরের আপত্তির বিষয়ে অদ্যাবধি মন্ত্রণালয় হতে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি বিধায় পরবর্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। উপমহাপরিদর্শক (কিশোরগঞ্জ) জানান যে, ২০১৮ সালে অধিদপ্তরের নিজস্ব ভ্রমণ নির্মানের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হলেও জমি অধিগ্রহণ হয়নি। বর্তমানে নতুন জায়গা নির্ধারণ করে অধিগ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উপমহাপরিদর্শক (নরসিংদী) বলেন যে, নরসিংদী কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য শ্রম কল্যান কেন্দ্রে জায়গা নির্ধারণ করা হয়ছে এবং সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তিতে আর কোন কার্যক্রম গৃহীত হয় নি। উপমহাপরিদর্শক (পাবনা) জানান যে, পাবনায় নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হলেও পরবর্তিতে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। উপমহাপরিদর্শিক (খুলনা) বলেন যে, খুলনা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য শ্রম অধিদপ্তরের ০৪ টি জমি প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হলেও প্রতিটি জমিতে শ্রম অধিদপ্তর নিজস্ব প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। এই বিষয়ে তিনি প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উপমহাপরিদর্শক (মুন্সিগঞ্জ) সভাকে জানান যে, মুন্সিগঞ্জ কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য যে জমি নির্বাচন করা হয়েছে, সেই জমির মূল্য প্রকল্পের নির্ধারিত মূল্যের প্রায় তিন গুণ। এক্ষেত্রে নতুন জমির সন্ধান করা হবে কি না সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। উপমহাপরিদর্শক (চট্টগ্রাম) বলেন যে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য শ্রম অধিদপ্তরের যে জমি নির্বাচন করা হয়েছে সে বিষয়ে সকল তথ্যাদিসহ প্রতিবেদন ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক মহোদকে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরচালক সভাকে জানান যে, কিছু কার্যালয়	১। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করবেন। ২। ডিসেম্বর/২০২১-এর মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জমিগুলোর অধিগ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। ৩।পরবর্তি সভায় প্রকল্প পরিচালক অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প

চলমান পাতা- ১২

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		সরেজমিনে পরিদর্শন করা হলেও চলমান লকডাউনের কারনে সকল কার্যালয় পরিদর্শন সম্ভব হয় নি, যা পরিস্থিতি শিথিল হলে সম্পন্ন করা করা হবে। তিনি আরও বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে জমি অধিগ্রহনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য জমিগুলোর সর্বশেষ মৌজা মূল্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্কদের অনুরোধ জানান। জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পর শ্রম অধিদপ্তরের জায়গায় ভবন নির্মানের বিষয়ে ডিসেম্বর মাসের পর থেকে পরবর্তি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মুন্সিগঞ্জের জমির বিষয়ে তিনি বলেন যে, জমির মূল্য বেশি হলেও অফিস ভবনটি শহরের সুবিধাজনক স্থানে নির্মান করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রকল্পের বরাদ্দ সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। মহাপরিদর্শক, প্রকল্পটির সুষ্ঠু ও সফলভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল উপমহাপরিদর্শকগণকে সকল ধরণের সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		
২৭	"NOSH TRI" স্থাপন প্রকল্প	"জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOSHTRI)" স্থাপন প্রকল্পের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটির দ্রুত অগ্রগতির জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থার সাথে যোগাযগ অব্যাহত আছে।	পরবর্তী সভায় প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।	প্রকল্প পরিচালক, "NOSHTRI" স্থাপন প্রকল্প
২৮	"নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস,প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুকি নিরূপন" প্রকল্প	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন) জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক ব্যয়ের দিক বিবেচনায় অগ্রগতি ৯৯.৭%। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) জনাব আব্দুল মুমিন জানান যে, ৪২১ টি কারখানার মধ্যে ৩২১ টি কারখানার এসেসমেন্ট সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট মালিক ও উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। এসেসমেন্ট অনুযায়ী মালিক পক্ষ যেনো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে বিষয়টি তদারক করা প্রয়োজন; অন্যথায় এসেসমেন্টের সুফল পাওয়া যাবে না। সংশ্লিষ্ট জেলায় উপমহাপরিদর্শকগণকে বিষয়টি তদারক করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	১। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ এসেসমেন্টকৃত কারখানাগুলো নিয়মিত তদারক করবেন। এ বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকলে প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করবেন।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান, প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
২৯	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১	মহাপরিদর্শক বলেন যে, **২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন** প্রকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর তথ্য প্রেরণের জন্য সকল জেলা কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে। সে মোতাবেক উল্লেখযোগ্য সকল কার্যাবলীর	**২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন** প্রকাশের লক্ষ্যে বিগত অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর তথ্য দ্রত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ২। উপমহাপরিদর্শক

চলমান পাতা- ১৩

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		তথ্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।		(সকল জেলা) ৩। মোঃ ফোরকান আহসান **তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা**
৩০	আউটসোর্সিং লাইসেন্স নবায়ন প্রতিবেদন	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, প্রধানের কার্যালয় হতে আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের জন্য জেলা কার্যালয় হতে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে প্রায়ই বিলম্ব হয় এবং প্রতিবেদনে কোন মন্তব্য থাকে না। এর ফলে সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটে এবং বিলম্ব হয়। আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে এসংক্রান্ত প্রতিবেদন দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য সকল উপমহপরিদর্শকগণকে অনুরোধ জানান।	০১। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আউটসোর্সিং লাইসেন্স সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্তব্যসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। মোঃ সামশুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩১	শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাকৃত অর্থ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা/ প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের পরিমাণ বিধি মোতাবেক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমাদান নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইন ও বিধি মোতাবেক কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশের পরিমাণ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে জমা প্রদান করে তা নিশ্চিত করবেন।	০১। নিয়মিত পরিদর্শনকালে পরিদর্শকগণ অবশ্যই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইন ও বিধি মোতাবেক শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে অর্থ জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	১। মোঃ সামশুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩২	প্রতিটি কারখানার পৃথক নথি সংরক্ষণ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) বলেন যে, জেলা কার্যালয়গুলোতে প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করলে পরিদর্শন কার্যক্রম আরও সুষ্ঠুভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।	০১। সকল জেলা কার্যালয়ে প্রতিটি কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক নথি সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩৩	প্রতিটি কারখানার পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) বলেন যে, নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম আরও কার্যকর করার নিমিত্ত প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন রেজিস্টার জেলা কার্যালয়গুলোতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।	০১। সকল জেলা কার্যালয়ে প্রতিটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৩৪	বিবিধ	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি), বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে অদ্য অনুষ্ঠিত সভার বিষয়ে সভাকে অবগত করেন। তিনি সভাকে জানান যে, পরিদর্শন পদ্ধতি (SOP) প্রণয়ন, পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন এবং সেক্টর ভিত্তিক কারখানা/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন বিষয়ক ০৩ টি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সবগুলো কমিটিতে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পরিদর্শন পদ্ধতি (SOP) প্রণয়ন,	১। পরিদর্শন পদ্ধতি (SOP) প্রণয়ন, পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন বিষয়ক কোন মতামত থাকলে দ্রুত প্রধান কার্যালয়কে জানাতে হবে। ২। সেক্টর ভিত্তিক কারখানা/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন বিষয়ক চাহিত সকল তথ্যাদি যথাসময়ে প্রেরণ	১। মোঃ সামশুল আলম খান যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। ফরিদ আহম্মেদ, যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৩। মোঃ কামরুল হাসান,

চলমান পাতা- ১৪

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন এবং সেক্টর ভিত্তিক কারখানা/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে জেলা কার্যালয়সমূহকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করেন। মহাপরিদর্শক বলেন যে, অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করারা স্বার্থে সকলকে উল্লিখিত বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাকে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	করতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক (সেফটি) ৪। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

২। কোভিড মহামারিকালীন, সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮
chiefdife@gmail.com

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩-৬। প্রকল্প পরিচালক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠআন পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭-১০। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন/স্বাস্থ্য/সেফটি/সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১১-১৪। উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন/স্বাস্থ্য/সেফটি/সাধারণ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১৫-৩৭। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৩৮। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৩৯। সহকারি মহাপরিদর্শক (সকল), প্রশাসন ও উন্নয়ন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪০। আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪১। তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

চলমান পাতা- ১৫

৪২। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪৩। জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৪৪। LIMA সাপোর্ট টিম, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৪৫। অফিস কপি।

২২/৮/২০২০

(মোঃ ইউসুফ আলী)
উপমহাপরিদর্শক
(প্রশাসন ও উন্নয়ন)